দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 22 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

এইচএসসি ঃ রেজাল্ট শীটে আড়াই হাজার শিক্ষার্থীর নাম বাদ

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ সদ্য প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টশীট থেকে প্রায় আড়াই হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর নাম বাদ পড়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পৌনে দুই হাজার। কম্পিউটারে তৈরী রেজাল্টশীট থেকে শিক্ষামন্ত্রীর ছেলে এবং ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোলারের মেয়ের নামও বাদ পড়েছে। রেজাল্টশীট থেকে নাম বাদ পড়ায় ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে চরম দুর্ভোগ, হতাশা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন কলেজ সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর ১৯টি এবং ঢাকা বোর্ডের অধীন বিভিন্ন এলাকার আরো ১১টি কলেজের প্রায় পৌনে দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রীর নাম রেজাল্টশীট থেকে বাদ পড়েছে। এর মধ্যে

(৮-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এইচএসসি ঃ রেজাল্ট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সরকারী বাংলা কলেজের ২২১ জন, তেজগাঁ কলেজের ১৯৮ জন, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের ৭৫ জন, নটরডেম কলেজের ৭০ জন, ঢাকা কলেজের ৬০ জন, ঢাকা সিটি কলেজের ৫০ জন, কবি নজরুল কলেজের ৫০ জন, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ৫০ জন, সরকারী বিআরসি কলেজ ৪৭ জন, হলিক্রস কলেজ ৪৫ জন, ভিকারুন নেসা ৪৩ জন, বদরুন্নেসা কলেজ ৪০ জন, তিতুমীর কলেজ ৩৮ জন, আইডিয়াল কলেজ ৩১ জন, ঢাকা কর্মাস কলেজ ১৫ জন, রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ ১১ জন, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ২৭ জন, শাহীন কলেজ ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম ও রোল নম্বর রয়েছে।

কম্পিউটারের রেজাল্টশীট থেকে শিক্ষামন্ত্রীর ছেলে ঢাকা কলেজের ছাত্র সাদী এবং ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোলারের মেয়ে ভিকারুনেসার ছাত্রী শামীমা মিথুনের নামও বাদ পড়েছে। ঢাকা বোর্ড ছাড়াও অন্যান্য তিনটি বোর্ডের ১৯টি কলেজের প্রায় ৮শ ছাত্র-ছাত্রীর নামও রেজাল্টশীট থেকে বাদ পড়েছে। এবারেই প্রথম এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টশীট বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার সেন্টারের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এই রেজাল্টশীট তৈরির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের এইচএসসি পরীক্ষার খাতাও (প্রথম পাতা) কম্পিউটারে ছাপানো হয়।

বুয়েটের কম্পিউটার সেন্টারের একজন কর্মকর্তা জানান, রেজাল্টশীট তৈরির পর সকল কাগজপত্র এবং রেজাল্টশীট ঢাকা বোর্ডের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। রেজাল্টশীট থেকে নাম ও রোল নম্বর বাদ পড়ার বিষয়ে তারা কিছু জানেন না বলে জানান। এ ব্যাপারে বুয়েটের কম্পিউটার সেন্টারের পরিচালককে সকাল থেকে রাত ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রেজাল্টশীট থেকে নাম এবং রোল নম্বর বাদ পড়া প্রসঙ্গে ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোলার প্রফেসর বয়ান উদ্দিন দৈনিক বাংলাকে জানান, বিষয়টি দুঃখজনক। ছাত্র-ছাত্রী খাতায় রোল, এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে ভুল এবং উল্টাপাল্টাভাবে ছক পূরণ করায় কম্পিউটারে তাদের নাম ও রোল নম্বর বাদ পড়েছে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার হলে কর্তব্যরত শিক্ষকদের অসতর্কতাও দায়ী বলে তিনি জানান। যাদের নাম এবং রোল নম্বর বাদ পড়েছে তাদের রেজাল্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি আশা করেন।

রেজাল্টশীট থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে বুধবার সকালে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের একটি বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল প্রেসক্লাবে আসে। মিছিলকারীরা কর্তব্য অবহেলার জন্য ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি করে বিষয়টি তদন্তের দাবি জানান। ছাত্র-ছাত্রীরা জানান, যাদের নাম বাদ পড়েছে এর মধ্যে অনেকের নামই সম্মিলিত বা শাখাভিত্তিক মেধা তালিকায় থাকার কথা। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্টার মার্কসহ ৩/৪টি বিষয়ে লেটার পাবে এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। এসএসসিতে সম্মিলিত মেধা তালিকায় যাদের নাম ছিল এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ যাদের নিয়ে ভাল ফলাফল আশা করেছিল এমন বহু ছাত্র-ছাত্রীর নাম রেজাল্টশীট থেকে বাদ পড়েছে।

বুধবার প্রায় সারাদিন এসব ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা ঢাকা বোর্ড অফিস ও সংশ্লিষ্ট কলেজে ঘোরাফেরা করেও কোন সদুত্তর পাননি। বোর্ড অফিস চত্বরে অনেক ছাত্র- ছাত্রীকেই ক্রন্দনরত দেখা গেছে।